যুক্তিবাদঃ একটি সম্পূর্ন জীবন দর্শন

প্রবীর ঘোষ

(আন্তর্জাতিক যুক্তিবাদী দিবস উপলক্ষে লেখকের ' সংস্কৃতিঃ সংঘর্ষ ও নির্মান ' গ্রন্থ থেকে অনুলিখিত।)

''যুক্তিবাদ একটা সম্পুর্ন জীবন দর্শন, একটা বস্তুবাদী বিশ্বনিরক্ষন পদ্ধতিঃ কুয়াশা কাটে, কাটে নেশা, আকাশের ঘষা-সূর্য স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়।''

যুক্তিবাদ নিয়ে আলোচনার পুর্বে প্রথমে দেখা যাক ''বাদ'' বা ""ism'' ব্যাপারটা ঠিক কি? প্রথমত: জীবন ও জগৎ ঠিক কি রকম, সে প্রসংগে কোন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক মতকে ''বাদ'' বা ""ism'' বলা হয়ে থাকে, যেমন বার্কেলের ""Solipsism'', হিউমের '' Agnosticism ''। দ্বিতীয়ত: কোনও দার্শনিক মতের ধরণ বা দৃষ্টিভংগীকে ও '' ism '' বলা হয়, যেমন '' Idealism '', '' Realism '' ইত্যাদি। আবার তৃতীয়ত: দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি বা দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জ্ঞানতত্ত্বগত উপায়কেও অর্থাৎ সোপানকেও '' Ism '' বলা হয়, যেমন '' Empiricism '' , '' Criticism '', '' Secpticism '', দেকার্তের '' Rationalism '' ইত্যাদি। এ-ছাড়াও আরো অসংখ্য অর্থে '' Ism '' বা '' বাদ '' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সে সব খঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা এ ক্ষেত্রে বাদ দেয়া যেতে পারে, কারণ '' যুক্তিবাদ কোনও স্বতন্ত্র বাদ নয় '' বলে যাঁরা প্রচার করতে চান, তারাও তাঁদের কুযুক্তির অবতারণা করতে চাইলে ওইসব খঁটিনাটিকে ধর্তব্যে আনেন না। অতএব '' যুক্তিবাদ '', যে একটি ''বাদ'', এটা প্রমান করতে আমারাও ও-সব খুঁটিনাটিকে আলোচনার বাইরে রাখছি।

'' বাদ '' বা '' Ism '' বলতে গিয়ে 'তৃতীয়ত': বলে যে 'বাদ'- এর ব্যাখ্যা হাজির করেছি, তাতে দেখতে পাচ্ছি যে, সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সোপানকেও 'বাদ' বা ' Ism ' বলা হয়। যুক্তি যেহেতু কোনও বিশ্বদৃষ্টিভংগীতে বা দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সোপান, অতএব 'যুক্তিবাদ' অবশ্যই একটি 'বাদ' বা ' Ism '। কিন্তু যেনতেনো প্রকারণে 'যুক্তিবাদ' কে একটি 'বাদ' বলে চালাতে পারাটাই বড় কথা নয়। বরঞ্চ আমরা দেখাতে চাই যে 'বাদ' বা ' Ism ' বলতে 'প্রথমত' ও 'দ্বিতীয়ত' বলে যে ব্যাখ্যা হাজির করেছি সেই দুই অর্থেও 'যুক্তিবাদ' অবশ্যই একটি 'বাদ' বা ' Ism '। অর্থাৎ **'যুক্তিবাদ' শুধু বিচার বিশ্লেষণের কিছু পদ্ধতিগত কায়দা-কানুন নয়, 'যুক্তিবাদ' একটি সামগ্রিক জীবন দর্শন, একটি বিশ্ব-নিরক্ষন পদ্ধতি, একটি বিশ্বদৃষ্টিভংগী।**

কেন? কি ভাবে? উদাহরন দিই। লজিক বা তর্কশাস্ত্র আজ বহুদূর এগিয়েছে। একে এখন প্রায় বিশুদ্ধ গনিতের মতোই একটা আলাদা বিষয় বলে ধরা যায়। এর জটিলতাও এখন বহুদূর বিস্তৃত। তবু আমাদের আলোচনায় সরলতম উদাহরন দিলে যথেষ্ট। তর্কশাস্ত্র সম্মত সিদ্ধান্ত নেবার কায়দা-কানুনকে দূটো স্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো ডিডাকশন বা অবরোহ, আর একটা ইন্ডাকশন বা আরোহ। এ সমস্তই একেবারে টেকনিকাল ব্যাপার-স্যাপার, অনেকে হয়তো জানেনও। তবু যাঁরা জানেন না, তাঁদের জন্য যেটুকু না বললে নয়, সেটুকু আলোচনা করছি।

অবরোহ হলো কোন ব্যাপক বা সাধারণ সত্য থেকে বিশেষ সত্যে পৌঁছানোর কায়দা। ধরুন, বলা হলো ''সব মানুষই মরণশীল''। তারপর বলা হলো ''রামবাবু একজন মানুষ''। এই দুটো বাক্য থেকে কি বেরিয়ে আসে? অনিবার্য ভাবে, ''রামবাবু মরণশীল''।

সিদ্ধান্তটি সঠিক হয়েছে। এবার পদ্ধতিটি বিশ্লেষন করি আসুন। কি পাচ্ছি? রামবাবু একই সঙ্গে অমর ও মরণশীল হতে পারেন না। যেকোন একটি হতেই হবে। কিন্তু তিনি অমর হলে প্রথম বাক্যের বিরোধিতা করা হয়। অর্থাৎ রামবাবু মানুষ নন। কিন্তু রামবাবু মানুষ হলে তার মরণশীল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এক্ষেত্রে ''সব মানুষ মরণশীল''-এই সাধারণ সত্য থেকে আমরা একজন বিশেষ মানুষ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছি। অতএব এটা বহুর বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে একের সিদ্ধান্তে নেমে আসছি, এটা অবরোহমূলক যুক্তি।

তাহলে উপরের বিশ্লেষন থেকে দেখা যাচ্ছে , অবরোহ যুক্তির পিছনে আছে আত্মবিরোধিতা বা স্ববিরোধিতা না করার নীতি (Law of non-selfcontradiction)। আর তারও পিছনে আছে একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী-''জগৎ-সংসার স্ব-বিরোধী নয়''। কারণ তা না হলে স্ব-বিরোধীতা করলেও যুক্তি সঠিক হওয়ার সম্ভবনা থাকতো।

এই গোড়ার কথাটা মাথায় রেখে আরোহ মূলক যুক্তির আলোচনায় আসুন। নিচের কয়েকটা বাক্য মন দিয়ে লক্ষ্য করা যাকঃ

'ক' বাবু পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।
'খ' বাবু পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।
'গ' বাবু পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।
'ঘ' বাবু পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।

এমনি করে শ'খানেক পটাশিয়াম সায়ানাইড খাওয়া বাবুর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেলো তাঁরাও পটাশিয়াম সায়ানাইড খাওয়ার কারণে মারা গেছেন। সুতরাং এই একশো জনের উপর চালানো পরীক্ষার ভিত্তিতে বলা চলে, ''সম্ভবত : যে পটাশিয়াম সায়ানাইড খায় সেই মরে''। যতো বেশি লোকের উপর পরীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তটি গ্রহন করা যাবে, ততই সিদ্ধান্তটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়বে।

এই যুক্তির ক্ষেত্রে আমরা কোন পদ্ধতি গ্রহন করলাম? এখানে আমরা অবরোহ যুক্তির উলটো ভাবে কিছু বিশেষ ব্যক্তির সম্পর্কে পাওয়া কিছু তথ্য থেকে সাধারণ বা ব্যাপক সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছি। এটাই হলো আরোহমূলোক যুক্তি।

বিশ্লেষন করা দরকার একেও। কি বেরিয়ে আসে বিশ্লেষনে? সব ঘটনারই কারণ থাকে, এবং কারণটি অবশ্যই ঘটনার আগে ঘটবে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে পটাশিয়াম সায়ানাইডকে মৃত্যুর কারণ বলে চিহ্নিত করা হলো। গোটা পদ্ধতির ভেতরে রয়েছে কয়েকটি মৌলিক বিষয়। প্রথমত: প্রত্যক ঘটনার একটি কারণ রয়েছে (Law of causation), এই প্রত্যয়। এই প্রত্যয় না থাকলে মৃত্যুর আদৌ কোন ও কারণ আছে কি না তাই নিয়ে ধন্ধে পড়তে হতো এবং তার পূর্ববর্তী কোনও ঘটনার মধ্যে কারণ খোঁজার প্রশ্নই আসতো না।

দ্বিতীয়ত: একই কারণ সব সময় একই ফল দেবে (Law of uniformity of nature), এই প্রত্যয়। এই প্রত্যয় না থাকলে গাদা গাদা লোক পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মরলেও একই পরিস্থিতিতে অন্য লোক মরবে কি না সে সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়া যেতো না।
এবং তৃতীয়ত: অনুসন্ধান করলে প্রতিটি ঘটনার কারণই বোধগম্য হতে বাধ্য, এই প্রত্যয়। এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে কার্য-কারণে বিশ্বাস করলেও কোনও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এক পা'ও এগোনো সম্ভব হবে না। আপনি যদি ভাবতে থাকেন, যে মৃত্যুর কারণ থাকলে তা বুদ্ধির অগম্য, তাহলে বিষ বা ওই জাতীয় কোনও বাস্তব বিষয়ের মধ্যে কারণ খুঁজে বেড়ানোর কথা মাথাতেই আসা উচিত নয়।

সবচেয়ে গোঁড়া ভাববাদীও এ-সব মেনে না চললে কোন কাজই করতে পারবেন না। সুতরাং মুখে অন্য কথা বললেও বাস্তব জীবনে তাকে এ-সবই মাথায় রাখতেই হয়।

তাহলে এ-বার আলোচনাটা গুটিয়ে নেই। আরোহ বা অবরোহ-যে ধরনের যুক্তিই আমরা প্রয়োগ করি না কেন, কতকগুলো মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া এগোন সম্ভব নয়-যেমন স্ব-বিরোধিতা চলবে না, প্রতিটি ঘটনার কারণ খুঁজতে হবে, কারণ গুলো সর্বজনীন হতে হবে এবং তাকে বোঝাও যাবে।

কিন্তু প্রশ্ন-কার স্ব-বিরোধিতা করা বা না করা? কিসের ঘটনা? কিসেরই বা কারণ? একই কারণ একই ফল দেবে, এটা কার সম্পর্কে, কোন পরিপ্রক্ষিতে বলা হচ্ছে? কার্যকারন, তার সর্বজনীনতা, তার বোধগম্যতা কি শুন্যে দাড়িয়ে ছায়ার সঙ্গে কুস্তি লড়ছে? তা হতে পারে না। বরঞ্চ এই সব সম্পূর্ণ তাৎপর্য তখনই পায়, যখনই এক পরিবর্তনশীল বস্তুতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ-গুলো চিন্তা করি। এবং যে কোনও সফল, সার্থক, ইতিবাচক চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষ চিরকাল তাইই করে আসছে। যুক্তিবাদ তাই আসলে বস্তুবাদই। বস্তুময়তা এবং বাস্তব পরিবর্তনশীলতার ধারণা ছাড়া লজিক একেবারে দাড়ায় না। সেই জন্যই ভাববাদী চিন্তা-ভাবনায় নিখুঁতভাবে লজিকের পদ্ধতি-প্রকরণ প্রয়োগ করলেও স্ববিরোধীতা এড়ানো যায় না, যায় না জীবনের সমস্ত দিকের সঙ্গে তার সমন্বয়-সাধন করা। তাই বস্তু-পরিবর্তন-যুক্তি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা। একমাত্র বিমূর্ত চিন্তায় ছাড়া অন্য কোথাও আমরা তাকে অবহেলা করতে পারি না।

যুক্তিবাদ, তাই আমাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি, আমাদের আত্মমগ্নতা ও বহির্মূখীনতা উভয়েরই সঙ্গী। ''যুক্তিবাদ'' মানে একটা গোটা বিশ্ববীক্ষা অর্থাৎ গোটা বিশ্ব-নিরীক্ষন পদ্ধতি, একমাত্র স্ব-বিরোধীতাহীন জীবন দর্শন।

—-o—-